‘এত রক্ত কেন?’

মিঠু ঘোষাল

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে প্রতিটি মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে, তার জন্য দায়ী তার নিজেরই চরিত্র। অন্য কেউ বা কিছু নয়। এখন, যদি কোনও অপরাধীর মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে বা পুলিশের মৃত্যু হয় অপরাধীর গুলিতে, কিম্বা, এক দেশের সেনা অপর দেশের সেনাকে শহিদে পরিণত করে, তাহলে একথার সত্যতা সম্পর্কে কারুরই কোনও সংশয় থাকেনা। কিন্তু, যখন দেখি যে নিরীহ সমস্ত মানুষগুলোকে নির্বিচারে খুন হতে হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, তখন অদৃষ্টের দোহাই পাড়া ছাড় আর কোনও উপায় থাকেনা। নীচে দেওয়া হল এমনই কিছু নজির। -

আল-কায়দার সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত

আগস্ট,১৯৯৮ - কেনিয়ার নাইরোবি ও তানজানিয়ার দার এস - সালামের মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ।

১১সেপ্টেম্বর,২০০১ - আমেরিকায় ৪টি বিমান ছিনতাই ও সেই বিমান নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে আত্মঘাতি হানা।

মে, ২০০৩ - সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে মার্কিন সামরিক কর্মীদের জন্য সংরক্ষিত হাউজিং কমপ্লেক্সে আক্রমণ।

মার্চ, ২০০৪ - স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ট্রেনে বিস্ফোরণ।

সেপ্টেম্বর,২০০৪ - রাশিয়ার বেসলানে আল-কায়দার সহযোগী চেচেন জঙ্গীদের আক্রমণ।

জুলাই,২০০৫ - লন্ডনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ।

জুলাই,২০০৫ - মিশরের বিনোদন কেন্দ্র শার্ম আল - শেখে ধারাবাহিক গাড়ি বিস্ফোরণ।

অক্টোবর,২০০৫ - বালিতে ফের বিস্ফোরণ।

নভেম্বর,২০০৫ - জর্ডনের রাজধানী আম্মানে আমেরিকান মালিকানার একাধিক হোটেলে বিস্ফোরণ।

ভারতের কিছু ট্রেন বিস্ফোরণের ঘটনা

৩০ ডিসেম্বর,১৯৯৬ - নিম্ন অসমের কোকরাঝাড় ও ফকিরাগ্রাম স্টেশনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র মেলে বোমা বিস্ফোরণ।

৮ জুলাই,১৯৯৭ - পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা জেলার লেহরা খান্না স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ।

২২ জুন,১৯৯৯ - নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ।

১৩ই মার্চ ২০০৩ - মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ।

১১জুলাই,২০০৬ - মুম্বইয়ে ৭টি লোকাল ট্রেন ও স্টেশনে পরপর বোমা বিস্ফোরণ।

১৯ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ - হরিয়ানার পানিপথের কাছে দিওয়ানায় সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণ।

বাম শাসনে আন্দোলনের ওপর পুলিশের গুলি চালনার কিছু ঘটনা(১৯৭৯-২০০৭)

৩১ জানুয়ারি ,১৯৭৯ - সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশের গুলি চালনা।

৩০ মার্চ, ১৯৮১ - রাজভবনের সামনে পুলিশের গুলি চালনা।

১৯৮২ - অকটোবরে খিদিরপুর ডকে ও ঐ বছরই নন্দীগ্রামে গুলি চালালো পুলিশ।

১৯ আগস্ট,১৯৮৩ - পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পুলিশের গুলি চালনা।

২৮ মার্চ, ১৯৮৮ - শান্তিপুরে গুলি চালালো পুলিশ।

১৯৯০ - ৩১ আগস্ট কলকাতায়, ঐ বছরই বেহালার তারাতলায় বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশের গুলি চালনা।

২৭ অকটোবর, ১৯৯০ - বাগুইআটিতে পুলিশের গুলি চালনা।

১৯৯১ - হাওড়া ব্রিজে ও ঐ বছরই বর্ধমানে পুলিশের গুলি চালনা।

৮ জুন, ১৯৯২ - গড়িয়াহাট মোড়ে পুলিশ গুলি চালালো।

২৬ জুন, ১৯৯২ - কোচবিহারে কুচলিবাড়িতে পুলিশের গুলি চালনা।

২ নভেম্বর, ১৯৯২ - মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় পুলিশ গুলি চালালো।

২১ জুলাই, ১৯৯৩ - কলকাতায় পুলিশের গুলি চালনা।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ - বারাসাত হাসপাতাল চত্বরে গুলি চালালো পুলিশ।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ - শিয়ালদহ স্টেশনে পুলিশের গুলি চালনা।

৯ আগস্ট,১৯৯৬ - জলপাইগুড়ির ফালাকাটায় পুলিশের গুলি চালনা।

২২ আগস্ট, ১৯৯৯ - জলপাইগুড়িতে পুলিশের গুলি চালনা।

২৮ নভেম্বর, ২০০০ - ফাঁসিদেওয়ার তারবান্ধায় গুলি চালালো পুলিশ।

১০ মার্চ, ২০০২ - ক্যানিং-এর তালদি স্টেশনে পুলিশের গুলি চালনা।

২৬ জুন, ২০০২ - শিলিগুড়ির কাছে পুলিশের গুলি চালনা।

৪ আগস্ট, ২০০৫ - উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে পুলিশের গুলি চালনা।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ - কোচবিহারের খগড়াবাড়িতে পুলিশের গুলি চালনা।

১৪ মার্চ, ২০০৭- নন্দীগ্রামে গুলি চালালো পুলিশ।

মার্কিন শিক্ষা নিকেতনে গুলি চালনার কিছু ঘটনা(১৯৭৫ - ২০০৭)

২৭ অক্টোবর, ১৯৭৫ - ওটায়ার সেন্ট পিয়াস স্কুলে রবার্ট পাউলিন নামের জঙ্গী গুলি করে ৬ জনকে মেরে আত্মহত্যা করলো।

২৭ অক্টোবর, ১৯৭৮ - উইনিপেগ রিজিওনাল সেকেন্ডারি স্কুলে ১৭ বছর বয়সী এক ছাত্র

গুলি করে অপর এক ছাত্রকে মেরে ফেললো।

ডিসেম্বর, ১৯৮৯ - মন্ট্রিয়েল পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে মার্ক লেপাইন গুলি করে ১৪ জন শিক্ষিকাকে মেরে ফেললো।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ - বার্লিংটন জেনারেল ব্রুকস হাইস্কুলে এক ছাত্রের গুলিতে প্রাণ হারালো তার প্রেমিকা।

আগস্ট, ১৯৯২ - মন্ট্রিয়েল কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ভালেরি ফাব্রিকান্ট হত্যা করলেন ৪ সহকর্মীকে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ - বেথেলের একটি স্কুলে ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্র গুলি করে মারলো অপর এক ছাত্রকে ও প্রিন্সিপালকে।

মার্চ, ১৯৯৮ - জেন্সিবরো হাইস্কুলে ২ ছাত্র গুলি করে মারলো ৫ জনকে।

মে, ১৯৯৮ - ১৭ বছর বয়সী এক ছাত্র গুলি করে প্রথমে নিজের বাবা - মাকে, পরে স্পিংফিল্ড হাইস্কুলে ২ জন ছাত্রকে মারলো।

এপ্রিল, ১৯৯৯ - কলম্বিয়ার কলম্বাইন হাইস্কুলে ১২ জন ছাত্র, ১ শিক্ষককে খুন করলো এক ছাত্র।

১৬ এপ্রিল, ২০০৭ - ভার্জিনিয়ার টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে দক্ষিন কোরিয়ান আততায়ী চো সেং হুই - এর গুলিতে নিহত ৩২ জনের মধ্যে ২ জন ভারতীয় (অধ্যাপক জি ভি লোগানাথন ও ছাত্রী মিনাল পাঞ্চাল)।

এ ছাড়াও মার্কিন শিক্ষা নিকেতনে গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে **এপ্রিল, মে ২০০০, জানুয়ারি, মার্চ, ২০০১, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ২০০৩, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে ২০০৪, মার্চ, ২০০৫, জানুয়ারি, মার্চ, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২০০৬** এও।

ভারতের কিছু বিমান দুর্ঘটনা

৭ জুলাই,১৯৬২ - মুম্বাই এর কাছে ভেঙে পড়লো সিডনি থেকে আসা আলিটালিয়ার উড়ান।

১ জানুয়ারি,১৯৭৮ - আরবসাগরে ভেঙে পড়লো এয়ার ইন্ডিয়ার এক্স ওয়াই৫ উড়ানটি।

২১ জুন,১৯৮২ - মুম্বাই বিমান বন্দরে ভেঙে পড়লো এয়ার ইন্ডিয়ার ৪০৩ উড়ানটি।

১৯ জুন,১৯৮৮ - আমেদাবাদে ভেঙে পড়লো আই সি -১১৩ উড়ানটি।

১৪ফেব্রুয়ারি,১৯৯০ - বেঙ্গালুরুতে ভেঙে পড়লো আই সি -৬০৫ উড়ানটি।

১৬ আগস্ট,১৯৯১ - ইম্ফলে ভেঙে পড়লো আই সি -২৫৭ উড়ানটি।

২৬ এপ্রিল,১৯৯৩ - ঔরঙ্গাবাদ বিমান বন্দরে ভেঙে পড়লো আই সি -৪৯১ উড়ানটি।

১২ নভেম্বরে,১৯৯৬ - হরিয়ানার কাছে চরকি দাদরিতে মাঝআকাশে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল সৌদি আরাবিয়ান এয়ার লাইনসের বিমানের সঙ্গে কাজাক এয়ার লাইনসের উড়ান ১৯০৭এর।

১৭ জুলাই,২০০০ -পাটনা বিমান বন্দরে ভেঙে পড়লো আলায়েন্স এয়ারের সিডি - ৭৪১২ উড়ান।

ব্যক্তি সন্ত্রাসের নজির

জুলাই,২০১১ - নরওয়ের ইউতোয়ার সামার ক্যাম্পে অ্যান্ডার্স বেরিং ব্রেইভিক গুলি চালিয়ে মারলো ৮৪জনকে।

এপ্রিল,২০০৭ - আমেরিকার ভার্জিনিয়ার টেক ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে সেং হুই চো গুলি চালিয়ে মারলো ২৩ জনকে।

এপ্রিল,২০০২ - জার্মানির এরফুর্টে রবার্ট স্টেইনহেসার গুলি চালিয়ে মারলো ১৬ জনকে।

এপ্রিল,১৯৯৯ - কলোরাডোর কলোম্বিন স্কুলে দুই ছাত্রের গুলিতে মৃত্যু হল ১৬জনের।

এপ্রিল,১৯৯৬ - অস্ট্রেলিয়ায় তাসমানিয়ায় এক জনের গুলিতে মৃত্যু হল ১৬জনের।

এপ্রিল,১৯৯৬ - স্কটল্যান্ডে টমাস হ্যালিটনের গুলিতে মৃত্যু হল ১৬জনের।

মিঠু ঘোষাল
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ। কলকাতা-৭০০১৩৭।
ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৯২৪৩৪১, ০৩৩২৪৭০-৩৬৩৭। মোবাইল নম্বর- ৯২৩১৮১১৫৩৬, ৮৯৬১৩২৬০০৮।